ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৫৮

আগরতলা,৭ জুন,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৯ মে, ২০২৪ তারিখে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় ‘জন আরোগ্যে চলছে ভেলকি’, ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘জন আরোগ্য কার্ড নিয়ে বিপাকে রাজ্যবাসী, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ দাবি’ এবং ২৩ মে, ২০২৪ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় ‘মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্য যোজনা মানুষের কাজে আসছে না’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদগুলি টিএইচপিএস, স্টেট হেলথ এজেন্সির নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদগুলির প্রতিবাদ জানিয়ে টিএইচপিএস, স্টেট হেলথ এজেন্সি থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এই প্রকল্পে সমস্ত অন্তর্ভুক্ত পরিবারের জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মত বার্ষিক ৫ লাখ টাকার চিকিৎসা বীমার বিনামূল্য সুবিধা উপলব্ধ। ত্রিপুরাতেও এখন ইউনিভার্সেল হেলথ কাভারেজ অর্থাৎ সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে CM-JAY 2023 প্রকল্পটি রাজ্য সরকারের একটি অতি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের যে সমস্ত পরিবার কোনও সরকারি বীমা প্রকল্পের আওতায় এতদিন ছিল না সেই সমস্ত পরিবার CM-JAY ২০২৩ প্রকল্পের অধীনে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমার আওতায় চলে আসবে।

চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা- ২০২৩ প্রকল্পে যোগ্য পরিবারের অধীনে সদস্য সংখ্যার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই এবং সুবিধাভোগীর বয়সের কোনও সীমা নেই। এই প্রকল্পে সমস্ত প্রাক্ বিদ্যমান রোগ কভার করা হবে। এই যোজনার ফলে রাজ্যের অনেক মানুষ উপকৃত হবেন এবং এই যোজনার লাভ গ্রহণ করার মাধ্যমে ত্রিপুরার সমগ্র রাজ্যবাসীর সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত হবে।

রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল এবং টিএমসি হাসপাতালে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এখন পর্যন্ত, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ, হাপানিয়া সহ মোট ১৩১ হাসপাতাল এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সুবিধাভোগীরা ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের আয়ুষ্মান কার্ড এখন পর্যন্ত, ১,৮৫,১৯৩ পরিবারের মোট ৪,০৯,৮১৩ জন সুবিধাভোগীদের CM-JAY 2023 প্রকল্পের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং কার্ড জেনারেশনের প্রক্রিয়া জারি আছে।

২-এর পাতায়

মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা নিজেও এ প্রকল্পের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করিয়ে নিতে পারবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় কোনও টেকনিক্যাল সমস্যা নেই।

চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের সূচনা হওয়ার প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজের আওতায় এসেছে এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এখন CM-JAY 2023 প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করছেন। এরফলে রাজ্যবাসীর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত হবে। রাজ্যের সুবিধাভোগীদের কাছে প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সমিতি শহরাঞ্চলের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আয়ুষ্মান কার্ড জেনারেশন শিবিরের আয়োজন করেছে এবং এই প্রকল্পের কার্যকারিতা এতটাই ছিল যে সুবিধাভোগীরা পরের সপ্তাহ থেকেই প্রকল্পের পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

এখন পর্যন্ত, মোট ৫,০৭০ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে-নগদ ও কাগজবিহীন চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন যার চিকিৎসা খরচ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজ রেট অনুযায়ী ৬,৯৪,৬৮,৭৫১ টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতালে সুবিধাভোগীদের PM-JAY অথবা CM-JAY ২০২৩, প্রকল্পের আওতায় ভর্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্প রাজ্যের মানুষের ক্ষমতার বাইরের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে পরিষেবা গ্রহণ করছেন।

*****